SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
Vol. 1, Issue-2, (Apr-Jun) 2025

গান্ধীজির রামরাজ্য ও বর্তমান সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা

Partha Seal
Dept. of Political Science
Rabindra Bharati University
West Bengal, India
Email: parthaseal637@gmail.com

Abstract: মহাত্মা গান্ধীর 'রামরাজ্য' ধারনাটি একটি আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতীক, যা সত্য, ন্যায়, সাম্য ও নৈতিক শাসন ব্যবস্থার উপর ভিত্তিকরে গড়ে ওঠা, অবশ্যই এটি কোন ধর্মীয় রাষ্ট্র নয় বরং আধ্যত্মিক ও নৈতিক এক শাসনের রূপক, গান্ধীর দৃষ্টিতে, রামরাজ্য মানে 'স্বরাজ' বা আত্মশাসন, যেখানে শাসন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীভূত এবং প্রতিটি ব্যক্তি নৈতিক দায়িত্ববোধ ও অহিংসা অনুসরণ করে। রামরাজ্য তার পরিপূর্ণতা পায় সর্বকল্যান সাধনের মধ্যে দিয়ে। বিশেষ করে গ্রামের স্বনির্ভরতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সরল জীবন যাপন নিশ্চিত করা। এটি শোষনহীন, বৈষম্যহীন, সমাজ গঠনের কথা বলে। যেখানে জাতি, ধর্ম বা লিঙ্গভেদে কারোর সঙ্গে বৈষম্য করা হয় না। গান্ধীজির রামরাজ্য এক ধরনের নৈতিক সমাজতন্ত্র যার হৃদয় ও মস্তিষ্ক হল ব্যক্তি ও রাষ্ট্র এবং এদের সম্পর্ক হল নীতিনিষ্ঠ ও ন্যায্যতায় পূর্ণ। এই আদর্শবাদী চিন্তাধারা দিয়েই গান্ধীজি আমাদের এক সুদূর ভবিষ্যতের এক আদর্শ রাষ্ট্রের ধারনা দিয়ে গেছেন। যদিও বর্তমান সমাজে সেটির বিকাশ বা অস্তিত্ব কোন ভাবে ভিত শক্ত করতে পারেনি, শুধু মাত্র ধারনা বা চিন্তাধারাতেই থমকে আছে।

Keywords: স্বরাজ, গ্রাম, রাজনীতি, পঞ্চায়েত, ধর্ম, অর্থনীতি, চরখা, খাদি, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি।

ন্যায় ও সাম্যের পরিপূর্ণতা দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হবে গান্ধীজির স্বপ্নের রাজ্য 'রামরাজ্য' (stateless society), যেখানে এক নতুন পথ ধরে হাঁটবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, যেখানে নৈতিকতা থাকবে প্রতিটি খন্ডে কিন্তু বৈষ্যমতা থাকবে না কোথাও, নীতি বলতে বুঝতে হবে অহিংসনীতি, কিন্তু বর্তমানের এই হিংসাত্মক মূলক সমাজব্যবস্থায় গান্ধীজির অহিংস রাষ্টহীন সমাজের প্রাধান্য কতটাই বা বাস্তবায়িত হল।

গান্ধীজির রামরাজ্যের প্রজানিজ নীতি দ্বারা পরিচালিত হবে, এখানেই আছে গান্ধীজির স্বরাজের ধারণা। আমার কাছে স্বরাজ হল দেশের দীনতম মানুষের মুক্তি। শুধু মাত্র ইংরেজ শাসনের জোয়াল থেকে ভারতকে মুক্ত করায় আমার আগ্রহ নেই, যে কোনও জোয়াল থেকেই ভারতকে মুক্ত করতে আমি বদ্ধপরিকর। এক রাজার বদলে আর এক অপদার্থ রাজা আসবে, তা আমি চাই না।[১] স্বরাজ হল নিজেকে শাসনকরা। যেখানে প্রতেকেটি মানুষ নিজ কর্তব্য দ্বারা পরিচালিত হবে। মানুষ নিজের লোভ লালশা থেকে দূরে থাকবে। গান্ধীজির মতে আনন্দ খুশি থাকা হল একটি মানষিক পরিস্থিতি। আর এটা তখনই সম্ভব যখন মানুষ পার্থিব বস্তুর উপর কোন লোভ রাখবে না। আর যত পরিমানে পার্থিব বস্তুর

উপর থেকে লোভ কম করতে পারবে মানুষ তত বেশি আনন্দ, খুশি আয়ত্ত করতে পারবে তার রামরাজ্যে, তার জন্য প্রয়োজন মানুষের একদম একটি সাধারণ জীবনযাপন, যেখানে ক্ষমতা ও সম্পত্তির লোভকে ত্যাগ দিতে হবে।

কিন্তু গান্ধীজি এটা কেন বলছেন? তার মতে চরম পর্যায়ে ভাবা তখনই সম্ভব যখন মানুষ পার্থিব বস্তুর উপর থেকে লোভ সরিয়ে নিজের মধ্যে দেখবে যে তার মধ্যে কী যোগ্যতা আছে, কী ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেগুলিকে যখন উন্নত করার বা পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে তখনই মানুষ চরম পর্যায়ে আত্ম আনন্দ লাভ করতে পারবে এবং একই সাথে স্বরাজ নীতিকে অর্জন করতে পারবে। স্বরাজ মানে এই নয় যে কোন ক্ষমতা কতৃত্ব অর্জন করা, আসল স্বরাজ হল সেটাই, যেখানে মানুষ এতটাই দক্ষ যে ক্ষমতা ও কতৃত্ব যার কাছেই থাকুক না কেন, মানুষ যেন সেই ক্ষমতা ও কতৃত্বকে বর্জন করতে পারে, যদি সেই ক্ষমতার অপব্যবহার হয়।

রাম রাজ্যের মানুষ কতটা দক্ষ হবে সেটা বুঝতে হবে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে, কিন্তু বর্তমানের পরিকাঠামোগত শিক্ষাব্যবস্থায় দেখা যায় না। কারণ এখন তো মানুষ শিক্ষিত হয় একটি ভালো চাকরি পাওয়ার আশায় ও তার সাথে একটি বিলাশ বহূল জীবন যাপনের জন্য, তাই বর্তমান সমাজে গান্ধীজির রামরাজ্যের নাগরিকের খোঁজ পাওয়া দুষ্কর।

একগুচ্ছ গ্রামের সমষ্টি নিয়ে তৈরি হবে রামরাজ্য। যেখানে কোন জোর জবরদস্তি শক্তি থাকবে না। মানুষ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখবে, নাগরিকদের কিছু অধিকার থাকবে ও থাকবে কিছু কর্তব্য, এখানের গ্রামগুলি থাকবে আত্মনির্ভর। প্রত্যেকটি গ্রাম তার নিজ উপার্জন নিজেই করবে, তাদের অর্থনীতি ব্যবস্থা এতটাই সুগঠিত হবে যাতে তারা যা উপার্জন করবে সেটা দিয়েই নাগরিকরা তাদের জীবন যাপন করবে। যেখানে ফসল উৎপাদন ততটাই হবে যতটাতে নাগরিক তাদের জীবন যাপন করতে পারবে, অর্থাৎ বর্তমানে আমরা যেই গ্রামে বসবাস করছি তার সাদৃশ্যের সম্পূর্ন বিপরীত।

'গান্ধীজির কাছে রাজনীতি হলো জীবনের সত্য অনুসন্ধানের একটি বিশেষ দিক, একটি নৈতিক প্রক্রিয়া'।[2] যদি গান্ধীজি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিন আফ্রিকায় শেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনীতি জীবনের সূত্রপাত ঘটায় কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে ১৯১৯ খীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দলনের অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে তার আবির্ভাব ঘটে। আসলে গান্ধী নতুন কোন নীতি বা আদর্শের স্রষ্টা হিসাবে নিজের মতো করে চিরন্তন সত্যকে দৈনন্দিন জীবন ও সমস্যাগুলির সমাধানের এক ঔষধি হিসাবে প্রয়োগ করে চলেছিলেন।

আচ্ছা সে না হয় বোঝা গেল তাহলে রামরাজ্যের গ্রামগুলি কিভাবে রাজনৈতিক ভাবে পরিচালিত হবে। গ্রামগুলি পরিচালিত হবে কিছু নির্দিষ্টকালীন জনপ্রতিনিধি দ্বারা, কারণ, মানুষ এর পর নিজেই দক্ষ হয়ে উঠবে ও এতটাই সঠিক হয়ে পরবে যে, সে নিজেই নিজেকে পরিচালিত করবে ও তার গ্রাম গুলিকেও পরিচালিত করবে। তখন নাগরিকদের আর কোন প্রতিনিধির প্রয়োজন হবে না। এখানে প্রত্যেকটি মানুষই নিজের নিজের শাসক হবে। নিজেই নিজেকে শাসন করবে, তখন আর রাষ্ট্রের প্রয়োজন হবে না, এবং তৈরি হবে রাষ্ট্রহীন সমাজ ব্যবস্থা, কিন্তু মনে রাখতে হবে নিজেদের এমন ভাবে শাসন করবে যাতে তাদের প্রতিবেশীর কোন হানি না হয়। তাহলে যেখানে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির সমস্যার কারণ হবে না, তাহলে সেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতারও কোন প্রয়োজন হবে না, আর

সেখানে কোন রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন হবে না। কিন্তু প্রয়োজন হবে পঞ্চায়েতের যা গ্রামগুলির শাসন, রাজনীতি, অর্থনীতি পরিচালনা করবে ও গ্রামগুলিকে স্বনির্ভর করে তুলবে।

গান্ধীজি নিজেকে সনাতনী হিন্দু হিসাবে দাবি করলেও কখনই হিন্দুধর্মের সঙ্গে জড়িত কোন অর্থনৈতিক কাজকর্মকে সমর্থন করেননি, কারণ সব থেকে বড় পরিচয় হলো আমরা মানবজাতি, তিনি কখনই অস্পৃশ্যতাকে মেনে নিতে পারেনি। ধর্ম হবে মানবিকতার ও নৈতিকতার যেটা কিনা হিন্দু-খ্রীষ্টান-মুসলিম সকল ধর্মকে ছাপিয়ে গিয়ে সার্বজনীন ধর্মকে অনুসরণ করবে। ধর্ম ও রাষ্ট্র থাকবে পৃথকভাবে। ধর্ম হবে মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে কোন প্রকার ধর্মভিত্তিক শিক্ষার প্রাধান্য থাকবে না।

গান্ধীজির মতে ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ হল চরখা ও খাদি। ভারতের প্রত্যেকটি গ্রাম যদি আত্মনির্ভর হয় তাহলে প্রত্যেকটি গ্রামকে চরখা ও খাদি দত্তক নিতে হবে। কারণ গ্রামীণ নগরীকরণ সম্ভবই না চরখা ও খাদি ছাড়া। গ্রামীণ কুঁঠির শিল্পগুলিকে বাস্তবায়ন ও প্রসারিত করতে পারলেই রামরাজ্য একধাপ এগিয়ে যাবে। চরখার দ্বারাই ভারতবর্ষের চরম নিঃস্বতা কমানো সম্ভব। যেভাবে মানুষের চরম নিঃস্বতাকে বিতাড়িত করা যাবে সেই উপায়ে স্বরাজ আসবে। গান্ধীজির উদ্দেশ্য ছিল নিজের হাতে বোনা কাপড় পরা, গ্রামগুলির আত্মনির্ভরতার পথকে প্রসস্থ করে দেওয়া, যাতে মানুষ কিছু শিখতে পারে। এই ভাবে ভারতর্বষের তাঁতিদের জীবন সর্ম্পকে অবগত হওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কাছে চরখা ব্যবস্থা আর কিছুই নয় একটি প্রতিকী মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করে বলা যায়, গান্ধীর চরখার আসল উদ্দেশ্য ছিল আত্মনির্ভরতা ও উন্নয়ন। তবে এটি ভারতের অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নতির জন্য তেমন কোন সুরহা ছিল না। কারণ রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ঐতিহ্যবাহী শিল্পের পাশাপাশি আধুনিক শিল্প ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রয়োজন রয়েছে। চরখা কোন ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক উপাদান না। চরখার প্রতি অন্ধবিশ্বাস আমাদের কোন সমাধান দিতে পারবে না। চরখা হয়তো কোন নির্দিষ্ট উপকারে আসতে পারে, কিন্তু এতে সব সমাধান যে হবে তা মনে করা ভুল।

গান্ধীজিকে আমরা এখন সব জায়গাতেই দেখতে পাই। বিভিন্ন ব্যানারে, পোস্টারে, টাকায়, বইতে কিন্তু গান্ধীবাদি চিন্তাধারায় বাস্তবায়ণ দেখা যায় কি? দেখা গেলেও তার পরিমান এই প্রবল বিশ্বে যৎসামান্য। বর্তমানের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, রাজনৈতিক মেরুকরণ, ধর্মীয় সংঘাত, জাতিগত বিদ্বেষ, বৈষম্য, সবইতো গান্ধীবাদি চিন্তাধারার বিপরীত। গান্ধীজি চাইতেন একটা গ্রাম হবে আত্মনির্ভর, কারণ একটি স্বনির্ভর গ্রামই হল গান্ধীজি রামরাজ্যের হৃদয়। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে রামরাজ্য থমকে আছে। বর্তমান যুগে এখনও অধরাই রয়ে গেল। তাহলে কি সারাজীবন মানুষ শুধু গান্ধীজির ভাবধারাকে বইতেই পড়বে, তার স্বপ্নের রামরাজ্যে বসবাস করবে না। অনেকে মনে করেন, গান্ধীজির রামরাজ্য ছিল শুধু হিন্দুদের জন্য। কিন্তু গান্ধীজি কখনই এই কথা বলেননি। তিনি রামরাজ্যকে কখনোই হিন্ধু রাজত্ব হিসাবে বোঝাননি। রামরাজ্য ছিল তার কাছে ঈশ্বরের স্বর্গীয় রাজ্য। তার কাছে রাম ও রহিম একই দেবমূর্তি, তিনি অন্য কোন দেবতাকে স্বীকার করেননি। একমাত্র স্বীকার করেছেন সত্য ও ন্যয়পরায়নতার দেবতাকে।

বর্তমান সমাজে যে ভাবে আধুনিক অর্থনীতিতে যে আন্তজার্তিক প্রতিযোগিতার পরিধি বেড়েই চলেছে দিন দিন, সেখানে শুধু গ্রামভিত্তিক সমাজে শিল্প প্রযুক্তির উন্নয়ন সীমিত।

স্বশাসিত গ্রাম গুলির কাছে আন্তজার্তিক অর্থনীতির ভীত শক্ত করা খুবই কঠিন। আন্তজার্তিক অর্থনীতি কখনই গ্রামীণ অর্থনীতির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে পারবে না। যেখানে সন্ত্রাসবাদ, যুদ্ধ, পরিস্থিতীর বর্তমান সেখানে শুধুমাত্র নৈতিকতা, অহিংসনীতির অস্ত্র দিয়ে এই সমাস্যার সম্পূর্ন উচ্ছেদ অসম্ভব, যাই হোক গান্ধীজি এই রামরাজ্যের ধারনার প্রবর্তন করেছিলেন এক সুদুর ভবিষ্যৎ এর কথা মাথায় রেখে, যেখানে মানুষ মানুষের কল্যান সাধনের অগ্রাধিকারকে প্রাধান্য দেবে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে ঐক্য বজায় রাখবে। এই ধারণার গুরুদায়িত্ব শুধু রাষ্ট্রনায়কদের উপর বর্তায় না বরং একই সাথে দেশের প্রতিটি নাগরিকের চেতনার অধীন।

Endnotes

1. গান্ধী মানস, পৃঃ - ২৫৭
2. ধর্ম ও রাজনীতিঃ গান্ধী ও ভগৎ সিং এর একটি তুলনামূলক পর্য়ালোচনা। পৃঃ ৭৮

Bibliography

- প্রভু, আর.কে, অনুবাদ-মহাশ্বেতা দেবী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, ২ অক্টোবর, ১৯৯৪.
- বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ কুমার, গান্ধী পরিক্রমা, মিত্র ও ঘোষ পাবঃ প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরন দে ষ্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩.
- গান্ধী, মোহনদাস করমচান্দ, সত্যের অন্বেষন, অনুবাদ-গীতা চৌধুরি, সাহিত্য অ্যাকাডেমি-রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লী-১১০০০১, প্রথম প্রকাশক- ২০১২.
- সরকার, কল্যালকুমার, প্রাক-স্বাধীন ভারতীয় রাজনীতিঃ গান্ধী ও নেতাজী সাধনা প্রেস ৪৫/১ এফ বিডন স্ট্রীট, কোল- ৭০০০০৬, প্রকাশক কান্তিরঞ্জন ঘোষ, ২০০১.
- চ্যটার্জী, পূর্নিমা, ধর্ম ও রাজনীতিঃ গান্ধী ও ভগৎ সিং এর একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা। প্রকাশক- তপন দে, দে পাবলিকেশন, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কোলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশক- ২০১৩.

——